টাঙ্গাইলে স্কুলশিক্ষক ও তার স্ত্রী হত্যা: ৬ জনের ফাঁসির আদেশ

সম্পত্তির জন্য টাঙ্গাইলে অবসরপ্রাপ্ত প্রাইমারি স্কুলশিক্ষক অনিল কুমার দাস ও তার স্ত্রী কল্পনা রানীকে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় ৬ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

রোববার ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ১-এর বিচারক আবু জাফর মো. কামরুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- অনিল কুমারের সৎ ভাই স্বপন কুমার দাস, জাহিদুল ইসলাম, ফরহাদ, মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া, মঞ্জুরুল ইসলাম ও শয়ান মিয়া। এদের মধ্যে ৫ জনকে দুবার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, ভিকটিম অনিল কুমারের সৎ ভাই স্বপন কুমার দাসসহ অন্যান্য আসামির সঙ্গে যোগসাজশে পূর্বপরিকল্পিতভাবে সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য কৌশল অবলম্বন করতে থাকেন। স্বপন কুমার দাসের সঙ্গী মাদকসেবী মনিরুজ্জামান, ফরহাদ, মঞ্জুরুল, জাহিদ ও শয়ান মিয়া অনিল কুমারের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার তিনটি স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেয়ার পরিকল্পনা করেন।

২০১৭ সালের ২৬ জুলাই টাঙ্গাইলের রসুলপুরের বাসায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে অনিল কুমার দাস ও তার স্ত্রী কল্পনা রানীকে হত্যা করে। হত্যার পর তাদের লাশ বস্তায় ভরে বাসার বাথরুমের সেফটি ট্যাংকের ভেতর ফেলে রাখে। এর পর পুলিশ এসে তাদের লাশ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় অনিল কুমারের ছেলে নির্মল কুমার দাস বাদী হয়ে টাঙ্গাইল সদর থানায় একটি মামলা করেন।

২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা স্বপন কুমারসহ ৬ জনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। ২০১৯ সালের ৭ আগস্ট আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। মামলায় ৩৫ সাক্ষীর মধ্যে বিভিন্ন সময় ২৭ জন সাক্ষ্য দেন।

চার্জশিটভুক্ত আসামিরা হলেন- স্বপন কুমার দাস, জাহিদুল ইসলাম,

ফরহাদ, মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া, মঞ্জুরুল ইসলাম ও শয়ান মিয়া।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বের পথে ডিজিটাল বাংলাদেশ

“চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ” শীর্ষক ওয়েবিনারে দেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক ও তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অনলাইন ভিত্তিক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আগামীর বাংলাদেশ প্রযুক্তির দিক দিয়ে বিশ্বের মধ্যে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখবে বলে মতামত প্রকাশ করেন আলোচকরা।

গতকাল শুক্রবার রাতে অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবুর সভাপতিত্বে ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার।

তিনি বলেন, আইসিটি ক্যাডারের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এবং কম্পিউটার পেশাজীবীদের জন্য পৃথক ক্যাডার খোলার ব্যাপারে তিনি সর্বদা তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অব্যাহত রাখবেন।

এছাড়াও তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি হলো বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তিবিদদের একটি প্রাচীনতম সংগঠন যার সহযোগিতার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত।

ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী মোঃ তমিজ উদ্দীন আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মোঃ ছাদেকুল আরেফিন।

তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে দূর থেকে বহুদূর।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবংমাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

তিনি আরো বলেন ভবিষতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাকে আরো বেগবান করতে হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির সভাপতি একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আইসিটি উপদেষ্টার কাছে তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের নানামুখী সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

এছাড়াও মূল আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন, অধ্যাপক ডঃ রামেশ্বর দেবনাথ ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রযাত্রার কথা তুলে ধরেন।

অনান্যদের মধ্যে আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন, অধ্যাপক ডঃ নাসিম আখতার এবং অধ্যাপক ডঃ মোঃ শামসুল আরেফিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন, কাউন্সিলর মোঃ জারাফাত ইসলাম। ভার্চুয়াল সেমিনারে জুমের মাধ্যমে শতাধিক তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।

অবশেষে আফগান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তালেবানের সম্মতি

আফগানিস্তানের তালেবান শেষ পর্যন্ত সেদেশের যুদ্ধ ও সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে কাবুল সরকারের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে নিজের সম্মতির কথা ঘোষণা করেছে।

জানা গেছে, কাতারে তালেবানের রাজনৈতিক দফতরের মুখপাত্র মোহাম্মাদ নাঈম ওয়ারদাক তাদের এ প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেছেন।

তিনি বলেছেন, কাতারে অর্জিত সমঝোতা অনুযায়ী আফগান-আফগান আলোচনা শুরু করতে তালেবান প্রস্তুত রয়েছে। ওয়ারদাক জানান, আফগানিস্তানের জাতীয় স্বার্থ ও ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষা করার লক্ষ্যে তালেবান সারাদেশে শান্তি ও প্রকৃত ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট সুরুর দানিশ বৃহস্পতিবার এ সম্পর্কে বলেছেন, আফগান-আফগান আলোচনার পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে কাবুল সরকার; কাজেই সরকার আশা করছে তালেবান যতশীঘ্র সম্ভব আলোচনার টেবিলে ফিরে আসবে।

এদিকে আফগানিস্তানের গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, আফগান সরকারের পক্ষ থেকে তালেবানের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজ শুক্রবার কাতার যাবে।

তালেবান গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করলেও কাবুল সরকারর সঙ্গে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। আফগান কারাগারে আটক সকল তালেবান বন্দিকে মুক্ত করা ছিল আলোচনায় বসতে তাদের অন্যতম শর্ত। সম্প্রতি হাজার হাজার তালেবান বন্দিকে মুক্তি দিয়ে আফগান সরকার তালেবানের সে শর্ত পূরণ করেছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জ্বলছে ক্যালিফোর্নিয়ার বনাঞ্চল, মৃত ১১

আমাজনের দাবানলের স্মৃতি ফেরাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া। একদিনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ২৫ মাইল সবুজ অরণ্য। পুড়েছে বাড়িঘরও। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১।

জানা গেছে, বজ্রবিদ্যুৎ থেকে দাবানলের সূত্রপাত। গত তিন সপ্তাহ ধরেই জ্বলছে বনভূমি। পুড়ছে বাড়িঘর। নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না

আগুন। উল্টে ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে দ্রুত ছড়াচ্ছে দাবানল। যার জেরে গতকাল বুধবার নতুন করে প্রাণ গেছে তিনজনের। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম উষ্ণ এলাকা হওয়ায় আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। আশেপাশের প্রায় ২ লাখ মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরও স্বস্তি নেই। দাবানল নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ১২ হাজার দমকল কর্মী। শুকনো পাতাঘেরা জঙ্গল আগুন ছড়িয়ে পড়ার পক্ষে একেবারে আদর্শ পরিবেশ। তাতেই বিপদ দ্বিগুণ হয়েছে।

টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো, সান ফ্রান্সিসকোসহ একাধিক জায়গা থেকে দমকল কর্মী এবং ইঞ্জিন এনেও তা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। পাশাপাশি এই দাবানলের কারণে ক্যালিফোর্নিয়ার তাপমাত্রার পারদ চড়েছে অনেকটাই। তার নেপথ্যে যে এই দাবানল, তা বোঝা গেছে পরে।

গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলসের বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানল। কত প্রাণী যে তাতে ঝলসে গেছে, তা এখনও হিসাব করা যায়নি। তার আগে বিশ্ববাসীর মনে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল আমাজনের দাবানল। সেই স্মৃতিই উসকে দিচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানল।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

স্পিডবোটে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, তাড়া খেয়ে ফিরল ৪০ চীনা সেনা

পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চরম উত্তেজনার মধ্যে আরও একবার ভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা করল চীনের পিপল’স লিবারেশ আর্মি, পিএলএ। গত মঙ্গলবার, ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে, আবারও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে চীনা সেনা। সূত্রের খবর, প্যাংগং লেকের পশ্চিম তীর দিয়ে মঙ্গলবার একাধিক স্পিডবোট চেপে চীনা সেনা

ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু, তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। লেকে ভারতীয় বাহিনীর সজাগ পাহারায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর আগে গত সোমবার চীনা সেনার ২৫-৩০ জনের একটি দল চুশূলের মুখেরপরি পাহাড় দখলের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, সেদিনও পারেনি। ভারতীয় বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে ফিরে যায়।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার পূর্ব লাদাখের ফিংগার-চার অতিক্রম করে চীনাসেনার একটি দল ভারতীয় ভূখণ্ডের আরও ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। ঘড়িতে তখন বিকেল ৫টা। দুটি স্পিডবোট ৪০ চীনা সেনা ফিংগার তিনেকর দিকে এগোতে থাকে। গত মে মাস থেকে ফিংগার-ফোর দখল করে রেখেছে চীন। সেখানে লালফৌজের শিবিরও তৈরি হয়েছে। ফিংগার-তিনে মোতায়েন থাকা ভারতীয় সেনার নজর উপেক্ষা করে এবার আর এগোতে পারেনি চীনা সেনার ৪০ জনের ওই দলটি। ভারত সতর্ক করলে, স্পিডবোট মুখ ঘুরিয়ে ফিংগার চারে ফিরে যায় চীনা সেনা।
২৯ ও ৩০ অগস্ট রেচিন লা ও রেজাং লা’র দখল নিতে সমর্থ হয় ভারতীয় সেনা। এই দুই অঞ্চল থেকে চীনের মল্ডো ক্যানটনমেন্টের উপর নজর রাখতে পারবে ভারতীয় সেনা। কৌশলগত গুরুত্বের কথা ভেবে চীনা সেনা চেষ্টা করবে এই শিখর দু’টি পুনর্দখল করার।

ভারতীয় সেনা বাহিনীও চুপচাপ বসে নেই। চীনা সেনা যেসমস্ত এলাকা দিয়ে বড় ধরনের হামলা চালাতে পারে, সেখানে ভারতও ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান তৈরি রেখেছে। যে কোনও ধরনের চীনা আগ্রাসনের জবাব দিতে ভারত তৈরি। চীনের পক্ষ থেকে সামান্যতম উস্কানির চেষ্টা হলে, ভারতীয় সেনা ছেড়ে কথা বলবে না। চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে রাজনাথ সিং সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, গলওয়ানের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে, এ বার আর ভারত ছেড়ে কথা বলবে না।

বুধবার থেকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করে উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢালছে চীন। সরকারি সূত্রে খবর, প্যাংগং লেকের উত্তরে, ফিংগার অঞ্চলে নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করেছে চীন। এর মধ্যে সংঘাতে প্ররোচনা রয়েছে বলেই মনে করছেন সমর বিশেষজ্ঞরা। ভারতীয় সেনাও অবগত। পিপল’স লিবারেশন আর্মির কার্যকলাপের দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে প্রত্যাঘাত করতে পিছপা হবে না ভারতীয় সেনা। পরিস্থিতি যদি সেদিকে এগোয়, ভারতকে প্রত্যাঘাত করতেই হবে, জানাচ্ছে সরকারি ওই সূত্র।

হতাহতের পরিবারকে ৫ লাখ টাকা করে দিতে তিতাসকে নির্দেশ

নারায়ণগঞ্জে মসজিদে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩৭ জনের পরিবারকে জরুরি প্রয়োজন বিবেচনায় পাঁচ লাখ টাকা করে দিতে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

আদালতের আদেশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে এ টাকা দিতে বলা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের ডিসিকে ভুক্তোভোগীদের মাঝে এ টাকা বিতরণ করতে বলেছেন আদালত।

এ সংক্রান্ত একটি রিটের শুনানি নিয়ে বুধবার বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি মো. খায়রুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চ বুধবার রুলসহ এ আদেশ দেন।

দগ্ধ ৩৭ জনের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মার-ই-য়াম খন্দকার সোমবার জনস্বার্থে এ রিট আবেদন করেছিলেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী তৈমুর আলম খন্দকার। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্তি অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর-উস সাদিক।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে নারায়ণগঞ্জ শহরের পশ্চিম তল্লা এলাকায় বায়তুস সালাত জামে মসজিদে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অর্ধশতাধিক মুসল্লি দগ্ধ হন।

দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৭ জনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাধীন আরও ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান চিকিৎসকরা।

নেত্রকোনার গুমাই নদীতে নৌকাডুবি, ৯ লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনার কমলাকান্দা উপজেলার গুমাই নদীতে বালুভর্তি নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষে যাত্রীবোঝাই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হলেও এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ২৬ জন।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাজনগর এলাকায় গুমাই নদীতে এ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

বোড়কাপন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একেএম হাদিছুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ৩৫ যাত্রী নিয়ে নৌকাটি ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যনগর থেকে নেত্রকোনার কাকড়গোনা এলাকায় যাচ্ছিল।

বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাজনগর এলাকায় গুমাই নদীতে বালুবাহী নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটলে যাত্রীবোঝাই নৌকাটি ডুবে যায়। ঘটনার পরই স্থানীয়রা ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ২৬ জন।

নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক কাজী আবদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঘটনার পরই স্থানীয়রা ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অনেকেই। জেলা ফায়ার সাভিসের ডুবুরি দলকে খবর দেয়া হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

গণভবনের লেকে মাঝে মধ্যে ছিপ নিয়ে মাছও ধরি : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, করোনার কারণে এখন সকালে একটু হাঁটি। এছাড়া সময় পেলে গণভবনের লেকে মাঝে মধ্যে ছিপ নিয়ে মাছও ধরি।

তিনি বলেন, বাবার নির্দেশ ছিল সম্মান নিয়ে মানুষের সাথে চলতে হবে। এখনো কোনো জিনিস প্রয়োজন হলে, কাজের মেয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করি, এইটা কী আমাকে দিতে পারবে? ভালো পোশাক না পরলেই তাকে অবহেলা করতে হবে, সেই শিক্ষা বাবার কাছে পাইনি।

সকালে উঠে জায়নামাজ খুঁজি। তারপর নিজে চা বানিয়ে খাই। বোন বা মেয়ে যারা আগে ওঠে তারা চা বানায়। আমরা চেষ্টা করি নিজেদের কাজটা নিজেরা করতে। ঘুম থেকে উঠে বিছানা পরিষ্কার করি। করোনার কারণে এখন একটু হাঁটি সকালে। গণভবনের লেকে মাঝে মধ্যে ছিপ নিয়ে মাছও ধরি।

আজ বুধবার একাদশ জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ফখরুল ইমামের সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইউএনওর ওপর হামলার ঘটনায় তদন্ত চলছে। কেউ বলছে চুরি, শুধু চুরি না। এখানে আর কী আছে তাও দেখা হচ্ছে। অপরাধী আমাদের চোখে অপরাধীই। কোন দল করে সেটা দেখি না।

আমি অপরাধীকে অপরাধী হিসেবেই দেখছি। এখানে আরও কিছু আছে কিনা তাও দেখা হচ্ছে। অপরাধীর অবশ্যই বিচার হবে। কারা এ ঘটনায় মদদ দিয়েছে তাও খুঁজে বের করা হবে। সংসদ সদস্যরা যাতে অপরাধীদের রক্ষার চেষ্টা না করে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরো ৮৪টি ট্রেন পুনরায় চালু হচ্ছে

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রোধে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর কয়েক ধাপে চালু হচ্ছে আন্তঃনগর ট্রেন। এবার তিন ধাপে পর্যায়ক্রমে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন রুটে আরো ৮৪টি কমিউটার, মেইল, এক্সপ্রেস এবং লোকাল ট্রেন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। সোমবার রেলওয়ের উপপরিচালক (ট্রাফিক ট্রান্সপোটেশন) মো. খায়রুল কবির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় প্রথম ধাপে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে চলবে চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে কর্ণফুলী এক্সপ্রেস, আখাউড়া-ঢাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা-আখাউড়া রুটে তিতাস কমিউটার, ঢাকা-জয়দেবপুর-ঢাকা রুটে তুরাগ কমিউটার, নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রুটে লোকাল ট্রেন।

দ্বিতীয় ধাপে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে চলবে, চট্টগ্রাম-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে জালালাবাদ এক্সপ্রেস, ঢাকা-সিলেট-ঢাকা রুটে সুরমা মেইল, নোয়াখালী-ঢাকা-নোয়াখালী রুটে নোয়াখালী এক্সপ্রেস, চট্টগ্রাম-বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব-চট্টগ্রাম রুটে ময়মনসিংহ এক্সপ্রেস, ঢাকা-দেওয়ানগঞ্জ বাজার-ঢাকা রুটে ভাওয়াল এক্সপ্রেস, ময়মনসিংহ-বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব-ময়মনসিংহ রুটে ধলেশ্বরী এক্সপ্রেস, চাঁদপুর-লাকসাম-চাঁদপুর রুটে চাঁদপুর কমিউটার, নোয়াখালী-লাকসাম- নোয়াখালী রুটে নোয়াখালী কমিউটার।

তৃতীয় ধাপে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে চলবে চট্টগ্রাম-নাজিরহাট-চট্টগ্রাম রুটে নাজিরহাট কমিউটার, চট্টগ্রাম- দোহাজারী রুটে লোকাল ট্রেন, মোহনগঞ্জ-ময়মনসিংহ রুটে লোকাল ট্রেন, ঝারিয়া ঝাঞ্জাইল-ময়মনসিংহ রুটে লোকাল ট্রেন, সান্তাহার-বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম স্টেশন-সান্তাহার রুটে উত্তরবঙ্গ মেইল, পার্বতীপুর-বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম স্টেশন রুটে কাঞ্চন কমিউটার, লালমনিরহাট-বিরল-লালমনিরহাট রুটে দিনাজপুর কমিউটার, লালমনিরহাট-বুড়িমারী রুটে বুড়িমারী কমিউটার, কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট রুটে কুড়িগ্রাম মেইল, রাজবাড়ী-ভাঙ্গা রুটে রাজবাড়ী এক্সপ্রেস, রাজবাড়ী-ভাটিয়াপাড়া রুটে ভাটিয়াপাড়া এক্সপ্রেস।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, যাত্রীদের সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোচের ধারণক্ষমতার ৫০ শতাংশ টিকিট বিক্রয়

করতে হবে। এছাড়া, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ট্রেন পরিচালনা করতে হবে।

মাহবুবুল আলম হানিফ হতে যাচ্ছেন সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য

!

শোকের মাসে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বড় ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেন না। স্বাভাবিকভাবে রুটিন কার্যক্রমগুলো চলে এবং সরকারের পক্ষ থেকেও বড় ধরণের কোন কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়না। শোকের মাস শেষে চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশকিছু বড় ধরণের পদক্ষেপ নেবেন বলে সরকারের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র ইঙ্গিত করেছে এবং সেখানে সরকারে একটি বড় ধরণের পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে বলেও আভাস পাওয়া গেছে।

আগামি কাল ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সভা হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে এ ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুঞ্জন রয়েছে। পাশাপাশি দলীয় বেশ কিছু চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত আসতেও পারে বলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

মন্ত্রিসভার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে আলোচনায় আছে। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম, সাহারা খাতুন ও কেন্দ্রীয় সদস্য বদরুদ্দিন আহমেদ কামরান মারা যাওয়ায় তিনটি পদ শূন্য হয়েছে। এ ছাড়া আগে থেকেও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আরও কিছু পদ শূন্য রয়েছে। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফকে সভাপতি মণ্ডলীর সদস্যসহ কয়েকজনকে এ পদে ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাখা হতে পারে বলে গুঞ্জন চাউড় উঠেছে।

কয়েক মাস ধরে মন্ত্রিসভায় রদবদল হচ্ছে হচ্ছে করেও শেষ পর্যন্ত হয়নি। তবে এখন মন্ত্রিসভার রদবদলের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে বলেই আওয়ামী লীগের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে এবং শেষ

দুয়েকটা মন্ত্রণালয়ে সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন হতে পারে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গত বছর ৬ জানুয়ারি টানা তৃতীয়বারের মতো শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৪৭ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। যাদের মধ্যে ২৭ জনই প্রথমবারের মতো মন্ত্রিসভায় স্থান পান।

মন্ত্রিসভায় প্রথম পরিবর্তন হয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসানকে চার মাসের মাথায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী করার মধ্য দিয়ে। এরপর ১২ জুলাই ইমরান আহমেদকে প্রতিমন্ত্রী থেকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রী এবং ফজিলাতুন নেসাকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নতুন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সর্বশেষ গত ফেব্রুয়ারি মাসে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদকে গণপূর্তের প্রতিমন্ত্রী করা হয়। মৎস্য প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খানকে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী করা হয়।

উল্লেখ্য যে, সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভার গঠন এবং এর রদবদল করার একক এখতিয়ার একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রী যখন বিবেচনা করবেন, তখনই তিনি মন্ত্রিসভায় রদবদল করতে বলবেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকেই মন্ত্রিসভার রদবদলের জন্যে এক ধরণের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে এবং এই নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে গুঞ্জনও কম নেই।